গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
উন্নয়ন শাখা

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির ফেব্রুয়ারি/২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
সভার তারিখ	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১.৩০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী'র সম্মেলন কক্ষ (জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভায় উপস্থিত জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ও জুম প্লাটফর্মে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান। সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী আছে কিনা তা জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্যসূচি ও আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :</u>
সভাপতি গত ২১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td><td>গত ২১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী</td></tr>
<tr><td>২</td><td><u>বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার:</u>
বিগত ২২ অক্টোবর ২০২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার পর্যালোচনা করা হয়, যা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার</th></tr>
<tr><td>অক্টোবর</td><td>৩৩</td><td>৩১</td><td>৯৩.৯৩%</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর</td><td>৩১</td><td>২৯</td><td>৯৩.৫৪%</td></tr>
</table>
শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।</td><td>বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ</td></tr>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্যসূচি ও আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
</table>

৩	**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত:** পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী জানান যে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে জনগণকে মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি অফিসের সামনে "No Mask, No Service (মাস্ক নেই তো সেবা নেই)" ব্যানার টানানো হয়েছে। জনসমাগম বেশি হয় এমন অনুষ্ঠান/কর্মসূচি সীমিত আকারে করার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা আগে অনেক বেশি ছিল। এখন এটা উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। ৫টি পিসিআর ল্যাবে করোনা রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই পিসিআর ল্যাবে এযাবৎকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪/০২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১,৯৮,৬৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তন্মধ্যে রোগী শনাক্ত হয়েছে ২৫,৪৬১ জন। করোনা রোগী শনাক্তের হার ১২.৮১%। সুস্থ রোগীর সংখ্যা ২৩,৮০০ জন। সুস্থতার হার ৯৪%। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য রাজশাহী বিভাগে ৩৯৩ জন রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। মৃত্যুহার ১.৫%। বর্তমানে কোভিড-১৯ বিষয়ে সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো অবস্থানে আছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। ৫১টি আইসিইউ বেড রয়েছে। এই ৫১টি বেডে ৩৯৫ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছে। বর্তমানে আইসিইউ বেডে রোগী ভর্তির হার অনেক কম। তিনি আরও বলেন যে, এটি একটি আশার কথা বর্তমানে সবার জন্য ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামের কাজ চলছে। রাজশাহী বিভাগে ৬,৭২,০০০ ডোজ কোভিড-১৯ প্রতিরোধের ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে, যা জেলাওয়ারী বন্টন করা হয়েছে। এ বিভাগে ৭৫ টিকাদান কেন্দ্রে মাধ্যমে এই ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে। ৪০ বছরের উর্ধ্বে সবাইকে এই ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে। গত ১৩/০২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১,৫০,০০০ জন মানুষ এই ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছে। ইতোমধ্যে ১,০৪,০০০ জন মানুষকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১২,০০০ জন মানুষকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। ৬,৭২,০০০ জন মানুষকে প্রথম ডোজ হিসেবে এই ভ্যাকসিন দেয়া যাবে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই ভ্যাকসিন নেয়ার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করাতে পারলে রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা বাড়বে এবং ভ্যাকসিন প্রদানের সংখ্যাও বাড়বে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কাউকে এই ভ্যাকসিন দেয়া যাবে না। সভাপতি বলেন, বিশ্বের অনেক সম্পদশালী দেশও এই ভ্যাকসিন এখনো পায়নি। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এই ভ্যাকসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছে। জনগণের মধ্যে এই ভ্যাকসিন নেয়ার বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে মোটিভেশনাল কিছু কাজ করা প্রয়োজন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাট-বাজারে লিফলেট বিতরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া এই মহামারি থেকে নিজেরা সুস্থ থাকার পাশাপাশি অন্যদেরকেও সুস্থ রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কোভিড-১৯ সচেতনতা বিষয়ে ডকুমেন্টরি প্রচার করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন গ্রহণের বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ এবং মাইকিংসহ মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং কোভিড-১৯ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টরি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী ৩। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৪। পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৫। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ৬। বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ ৭। পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
ক্র. নং	**আলোচ্যসূচি ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

৪	**খাদ্য বিভাগ:** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, বোরো সংগ্রহ/২০২০ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণ করে রাজশাহী বিভাগে ২,৩৯,০৬৭ মে.টন বোরো চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৬০,৮৯৯ মে.টন=৬৭.৩০% বোরো চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। মিলাররা চুক্তি অনুযায়ী ধান/চাল/গম খাদ্য গুদামে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত Anti-hoarding Act-1956 অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চলতি আমন/২০২০-২১ মৌসুমে রাজশাহী বিভাগে ৪৯,৮৪৫ মে.টন ধান এবং ১,৫৪,৬৩২ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ১১,৬৪৮ মে.টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। মিলারদের সাথে ২৯/০১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১০,১৬৫ মে.টন সিদ্ধ চাল, ৩২৮ মে.টন আতপ চাল এবং ৫১৮ মে. টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। চলতি আমন সংগ্রহ/২০২০-২০২১ মৌসুমে এ বিভাগে ৮টি জেলার সদর উপজেলায় কৃষকদের এ্যাপস এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ধান ক্রয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সকল উপজেলায় কৃষি বিভাগের নিকট থেকে প্রকৃত কৃষক তালিকা সংগ্রহপূর্বক বিধি মোতাবেক লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এবার আমন ধানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০,০০০ মে.টন। এ পর্যন্ত ১,০০০ মে.টন ধান কেনা হয়েছে। ১,৫৪,০০০ মে.টন সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। যার প্রায় ৪০% সিদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। বাজারমূল্য এবং সরবরাহ সমস্যার কারণেই শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী প্রায় ১০,০০,০০০ মে.টন চাল আমদানির জন্য এলসি খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৩,৫০,০০০ মে.টন চালের এলসি খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ১,৫০,০০০ মে.টন চালের এলসি হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫ থেকে ২০ হাজার মে.টন চাল আনা হয়েছে। তবে এটি ধীরগতিতে সারাদেশব্যাপী প্রায় ১,০০,০০০ মে.টন চাল আনা হয়েছে। এর বাইরেও সরকারিভাবে জি টু জি এবং সরকার খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি টেন্ডার করে প্রায় ৮ থেকে ১০ লাখ মে.টন চাল বিদেশ থেকে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এভাবে জাহাজে করে প্রায় ১,০০,০০০ মে.টন চাল দেশে আনা হয়েছে। বাজারমূল্য যেখানে আছে ৪২/৪৩ টাকা প্রতি কেজি। বাজারমূল্য এর বেশী হবে না মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সামনে বোরো মৌসুমে ফলন আশানুরূপ হবে মর্মে তিনি প্রত্যাশা করেন। সরকারি দাম এবং বাজার দাম এর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ধীরগতিতে চাল আসার কারন কি তা ডিলারদের সাথে আলোচনা করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। মিলাররা চুক্তি অনুযায়ী ধান/চাল/গম খাদ্য গুদামে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত Anti-hoarding Act - 1956 অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। সরকারি দাম এবং বাজার দাম এর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
ক্র. নং	**আলোচ্যসূচি ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

৫	**কৃষি বিভাগ:** অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল সভায় জানান যে, অত্র অঞ্চলে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে প্রণোদনার আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৪০০০ জন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৫০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। রবি/ ২০২০-২১ মৌসুমে পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ২৯,৯২০ হেক্টর, এ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ২৩,৬৩২ হেক্টর। পেঁয়াজের আবাদ চলমান আছে। অত্র অঞ্চলে হাইব্রিড জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে প্রণোদনার আওতায় ১,০৫,০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সমলয় চাষাবাদের মাধ্যমে প্রতি জেলায় ৫০ একর করে চার জেলায় মোট ২০০ একর জমিতে বোরো হাইব্রিড ধানের আবাদ চলমান। রবি/ ২০২০-২১ মৌসুমে বোরো হাইব্রিড আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ২৩,৭৮০ হেক্টর এ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ১২,১০২ হেক্টর। আবাদ চলমান আছে। **হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি এসেছে। এবার আবাদের অবস্থা আরো বেশি সন্তোষজনক। প্রায় সব ফসলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে।**	১। হাইব্রিড জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ২। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষককে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল চাষাবাদ করতে উৎসাহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
৬	**মৎস্য বিভাগ:** উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী সভায় জানান যে, বর্তমান চলমান পরিস্থিতিতে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিভাগীয় সকল কার্যক্রমসহ শীত মৌসুমে মাছের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে এ পর্যন্ত ৯,৭০২ জন মৎস্য চাষীর খামার পরিদর্শন করে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ৫৫৪ জন চাষীর খামার পরিদর্শন করে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১,১৫৬ জন মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী এর মাধ্যমে মাছচাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সাথে শীতকালীন মাছের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন-১৯৫০ সহ অন্যান্য আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে জানুয়ারি, ২০২১ মাস পর্যন্ত ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন : ৫০০ টি খ) মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন: ৩৮ টি এবং গ) মৎস্য হ্যাচারি আইন : ১০ টি সহ মোট ৫৪৮ টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করে মোট ৭৬৫ টি মামলা, ৭.৩৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ১ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. হতে ২০২১ খ্রি. সালের ৩০ জুন পর্যন্ত জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম চলমান থাকবে। **তিনি আরো বলেন যে, মৎস্য বিভাগের যে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হলো যথারীতি সেভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রাজশাহী বিভাগে বড. মাছ চাষ বেশি হয়। বড. মাছ চাষের পাশাপাশি মূল্যবান মাছ হিসেবে পাবদা, গোলসা, শিং মাছ চাষাবাদে মুজিব শতবর্ষ হিসেবে প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় এর প্রদর্শনী বাড়ানো হয়েছে। এসব মাছ চাষাবাদে মৎস্যচাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের সহায়তায় জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে।**	১। যথাযথভাবে **জাটকা সংরক্ষণ** করতে হবে। ২। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথভাবেবাস্তবায়ন করতে হবে। ৩। বড় মাছ চাষাবাদের পাশাপাশি লাভজনক ছোট মাছ চাষাবাদের বিষয়ে মৎস্যচাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
ক্র. নং	**আলোচ্যসূচি ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

৭	**সড়ক ও জনপথ বিভাগ সংক্রান্ত:** প্রধান প্রকৌশলী নেসকো লিঃ সভায় জানান যে, নেসকো লিঃ এর চলমান প্রকল্প কর্তৃক যথাযথ ভাবে সার্ভে ও নকশা পরিদপ্তরের মতামতের ভিত্তিতে কাজটি সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। রাজশাহীর তালাইমারীতে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু স্কয়ার এলাকা থেকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, আরডিএ এবং নেসকো'র মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পোল ০২ টি'র স্থানান্তর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়ক বিভাগের চলমান ও পরিকল্পনাধীন কাজের প্রেক্ষিতে বিদুৎ বিভাগ ও সড়ক বিভাগের যৌথ সার্ভের মাধ্যমে নেসকো কর্তৃক পুরাতন বৈদ্যুতিক পোল স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ০২টি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। মোট ৯৫টি পোলের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ২১টি ১৫মিটার পোল স্থানান্তরের কাজ অতিসত্ত্বর শুরু হবে। অন্যান্য পোলগুলি স্থাপনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। **সভাপতি বলেন, সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে কাজগুলো চলছে তার মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কাজগুলোতে যেন ওভার লেপিং না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। রাজশাহী নগরীকে সুন্দর করা করার লক্ষ্যে মেয়র মহোদয় কাজ করে যাচ্ছেন। বাটারফ্লাই বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করায় রাজশাহী মহানগরী আগের তুলনায় আরো বেশি দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। রাজশাহী নগরীকে সুন্দর করার কাজে মেয়র মহোদয়কে সহযোগিতা করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর প্রধানদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে।**	**১। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।** ২। সঠিক জায়গা নির্ধারণ পূর্বক বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে সড়কের জায়গায় বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করা যাবে না। ৩। সড়ক বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে পুরাতন বৈদ্যুতিক পোল স্থানান্তর করতে হবে।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ৩। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন। ৫।অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন ৬। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী
৮	**পানি উন্নয়ন বোর্ড:** প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী সভায় জানান যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ক্ষতিগ্রস্থ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধসমূহ মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সেচ মৌসুমে বেড়িবাঁধ ছিদ্র না করে বাঁধের উপর দিয়ে সেচের পাইপ নিয়ে ইরিগেশন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **তিনি আরো জানান যে, গত ৩ মেয়াদে বন্যায় রাজশাহী বিভাগে বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া ও নওগাঁ জেলায় বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের জন্য ৩টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: ১। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ২। ঝুঁকিপূর্ণ ও ৩। সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ । পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলো মেরামতের জন্য টেন্ডার করে কাজ শুরু করা হয়েছে। এ জন্য আরো অর্থ প্রয়োজন। সে অর্থ বরাদ্দের জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলো মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কেউ বাঁধ ছিদ্র/ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।**	১। শুষ্ক মৌসুমের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেটগুলো মেরামত করতে হবে। ২। সেচ মৌসুমে বেড়িবাঁধ ছিদ্র না করে বাঁধের উপর দিয়ে সেচের পাইপ নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩। কেউ বাঁধ ছিদ্র/ক্ষতিগ্রস্ত করলে তার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ৩। চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
ক্র. নং	**আলোচ্যসূচি ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

৯	**রাজশাহী রেশম উন্নয়ন বোর্ড:** মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড জানান যে, রেশম উন্নয়ন এর গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে রাস্তাঘাটে রেশম সূতার গাছ লাগানো হতো। রাস্তাঘাটে গাছ লাগালে গাছে মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেয়। উপরন্তু উন্নত জাতের বাই হোল্ড টাইম চাষের কোনো সুযোগ থাকে না। তাই এই পথ পরিবর্তন করে বিকল্প পথ বেঁছে নেয়া হচ্ছে। ১ হাজার বিঘা জমি রেশম চাষের জন্য নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই জমিতে ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ করতে পারলে বছরে প্রায় ৩০ মে.টন রেশম সূতা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন ১৮ বছর ধরে বন্ধ থাকা দুটি রেশম কারখানা (রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও) মেরামত করা হয়েছে। এখন চালু করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। সীমিত আকারে ১৯টি লুম চালু করা হয়েছে। ৬২টি লুম চালু করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রেশম সূতায় তৈরি পণ্য মার্কেটিং একটি বড় সমস্যা। রেশম একটি ঐতিহ্য। এটি একটি জিআই ট্রাস্ট। এটি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের একটি মাধ্যম। এটি বন্ধ হয়ে গেলে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্ম-সংস্থান বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এই পণ্যের মার্কেটিং বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভাপতি রেশম সূতায় তৈরি পণ্য মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	রেশম সূতায় তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সকলে মিলে সহযোগিতা করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ
১০	**প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় জানান যে, উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে, সংসদ টিভির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত আছে এবং উক্ত কর্মসূচি নিয়মিত দেখার জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এমনকি বিষয় ভিত্তিক খাতা তৈরি করে সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর লিপিবদ্ধ করা এবং সে অনুযায়ী পাঠ অভ্যাস করার জন্যও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে রিকোভারী প্ল্যান তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে নিয়মিত পাঠের অগ্রগতির বিষয় যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।	১। সংসদ টিভিসহ জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করতে হবে। ২। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে রিকোভারী প্ল্যান তৈরি করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা
১১	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা জানান যে, জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের খাতাগুলো মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মন্তব্যগুলো লেখা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের এ্যান্ড্রয়েড ফোন বা অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী কোন ডিভাইস নাই তাদেরকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ক্লাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, এ বিভাগের রাজশাহী জেলায় মিড-ডে-মিলের পাইলট প্রকল্প করা হচ্ছে। স্কুল শুরু হলেই এই প্রস্তাবনা চালু করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	১। জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২। শিক্ষার্থীদের খাতাগুলো মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মন্তব্যগুলো লেখা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ৩। যে শিক্ষার্থীদের এ্যান্ড্রয়েড ফোন বা অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী কোন ডিভাইস নাই তাদেরকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ক্লাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা
ক্র. নং	**আলোচ্যসূচি ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

১২	**আইবাস প্রশিক্ষণ:** আইবাস (অনলাইনে বেতন নির্ধারণ) এর উপর প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৪/০১/২০২১ তারিখের ০৭.০০.০০০০.০০০.২৫.০৪৩.২০.২৫২ নং স্মারকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিডিওদের (আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা) iBASS++ নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারিদের বেতন ভাতাদি EFT এর মাধ্যমে প্রদান বিষয়ক অনলাইন (অনলাইন বেতন নির্ধারণ) প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, অনলাইনের মাধ্যমে বেতন চালু হয়ে যাচ্ছে। সব অফিসেরই প্রশিক্ষণ ফান্ড রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হলে করা হবে মর্মে তিনি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায় বলে সভায় আলোচনা করা হয়।	যে সমস্ত অফিসাদের এখনও আইবাস (অনলাইনে বেতন নির্ধারণ) প্রশিক্ষণ হয়নি, তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ
১৩	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** সভাপতি বলেন, এপিএ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিকে শুদ্ধাচারের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এপিএ বাস্তবায়ন করতে হলে প্রমাণক প্রয়োজন হয়। যেমন কেউ কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলে, পরিদর্শন প্রতিবেদন দিতে হয়, ঐ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানটি কি কি কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে প্রমাণক হিসেবে সেটিও দিতে হয়। তা না হলে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	এ বিভাগের সকল দপ্তরকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ
১৪	**পরিসংখ্যান বিভাগ:** যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী জানান যে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং যথাযথভাবে জরিপের কাজগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরবর্তী নির্দেশনা পেলে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ এর লিস্টিং অপারেশনের কাজ শুরু হবে। তিনি আরো জানান যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনশুমারি ও গৃহগণনা যেটা আগে আদমশুমারি নামে পরিচিত ছিল। ২০১৩ সালে পরিসংখ্যান আইনের পর থেকে এটিকে জনশুমারি ও গৃহগণনা নামে অভিহিত করা হয়। এটার মূল কার্যক্রম ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। মূল কার্যক্রমের আগে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কাজ করার প্রয়োজন হয়। প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে প্রথম জোনাল অপারেশন ২৩ জুন ২০২০ হতে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সময়ে বিভাগীয় কমিটির সভা, জেলা কমিটির সভা এবং সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভা সম্পন্ন করে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২১ মাসের দিকে দ্বিতীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ করা হবে।	স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং যথাযথভাবে জরিপের কাজগুলো পরিচালনা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী
ক্র. নং	**আলোচ্যসূচি ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

১৫	**স্থানীয় সরকার বিভাগ:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জানান যে, ইমারত বিধিমালা-১৯৯৬ অনুসরণ করে প্ল্যান অনুমোদন করেই বিল্ডিং নির্মাণ এবং গ্রামীণ হাট-বাজার/গ্রোথ সেন্টারে পাকা মার্কেট নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার(ভূমি), এর সাথে সমন্বয় পূর্বক লে-আউট প্রদান করে কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, ইমারত বিধিমালা-১৯৯৬ এ রাস্তার কেন্দ্র থেকে ১৫ফিট এবং নিজ জায়গা থেকে ৫ফিট জায়গা ছেড়ে ইমারত নির্মাণ করার বিয়য়ে নির্দেশনা রয়েছে। এই বিধিমালা মোতাবেক অনেক উপজেলায় কাজ করা হচ্ছে। আবার অনেক উপজেলায় কাজ করা হচ্ছে না। কোন উপজেলায় এই বিধিমালা অনুসারে কাজ করা হচ্ছে আর কোন কোন উপজেলায় কাজ করা হচ্ছে না তা মনিটরিং করা প্রয়োজন। প্ল্যান অনুমোদন করে বিল্ডিং নির্মাণ করলে রাস্তা সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না। রাস্তার জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের খরচ অনেক কম হবে। প্ল্যান অনুমোদন ব্যতীত যেন কোন বিল্ডিং নির্মিত না হয় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা এবং সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভাপতি জেলা ও উপজেলা প্রকৌশলীগণকে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে পরামর্শ প্রদান করেন। সারাদেশে আশ্রয়ণের যে সকল ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে তা মানসম্মত হচ্ছে কিনা স্ট্রাকচার ঠিক আছে কিনা তা মনিটরিং করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। ইমারত বিধিমালা-1996 অনুসরণ করে প্ল্যান অনুমোদন করেই বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে। ২। রাস্তার জায়গা না ছেড়ে কেউ বিল্ডিং নির্মাণ করছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ৩। আশ্রয়ণের ঘরগুলো নির্মাণ মানসম্মত হচ্ছে কিনা, স্ট্রাকচার ঠিক আছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১৬	**গণপূর্ত বিভাগ:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন জানান যে, গণপূর্ত জোন কর্তৃক সরকারি বিল্ডিং নির্মাণ এবং মেরামতের কাজ করা হয়ে থাকে। ইমারত বিধিমালা-১৯৯৬ মোতাবেক বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটি এবং গণপূর্ত বিভাগের কমিটির মধ্যে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ কে করবে তা নির্ধারণ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং গণপূর্ত জোন এর মধ্যে বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। সরকারি বিল্ডিং মানসম্মত উপায়ে নির্মাণ ও মেরামত করতে হবে। ২। বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং গণপূর্ত জোন এর মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব দাপ্তরিকভাবে নিরসন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী
১৭	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান যে, রাজশাহী সার্কেলে অনেকগুলো প্রকল্প চলমান রয়েছে যার মধ্যে একটি বিশেষ প্রকল্প সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ২৬টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হচ্ছে। নওগাঁ, চাপাইবনাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার পানির স্তর নিম্ন এলাকা। এই এলাকাগুলোতে সাব মার্সেবল পাম্প এর কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পৌরসভা পর্যায়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি সাব-মার্সেবল পাম্প কারও উঠানে স্থাপন না করে সবার মতামত নিয়ে একটি কমন জায়গায় স্থাপন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক, বগুড়া বলেন মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে যে ঘরগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে, সেখানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	১। নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পে টিউবওয়েলগুলো যথাযথভাবে স্থাপন করতে হবে। ২। সাব-মার্সেবল পাম্প কারও উঠানে স্থাপন না করে সবার মতামত নিয়ে একটি কমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে। ৩। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে যে ঘরগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে, সেখানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল
ক্র. নং	**আলোচ্যসূচি ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

১৮	**পরিবেশ অধিদপ্তর:** পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটগণের সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে, গত ডিসেম্বর ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১ মাস মিলে এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৯১টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মোট ৫৮ লাখ জরিমানা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় ঢাকা থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছেন। স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কাজে সভায় সহযোগিতা কামনা করা হয়।	১। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশসানের ম্যাজিস্ট্রেটগণের সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ২। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কাজে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৯	**আইএমইডি:** পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রকল্পের পরিচালক পদে নিয়োগ না থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। রাজশাহী বিভাগে যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে তা সঠিক ও মানসম্মত উপায়ে হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং এর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রকল্পগুলো যথাসময়ে গ্রহণ ও সমাপ্ত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।	১। প্রকল্পগুলো যথাসময়ে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। প্রকল্পগুলো সঠিক ও মানসম্মত উপায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ

অত:পর জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে সভার আলোচনায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০২.২০.২৮১

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৭
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৪) উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ
৫) মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৬) পরিচালক(স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ
৭) প্রধান প্রকৌশলী, নেসকো লিমিটেড, রাজশাহী
৮) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ
৯) প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
১০) বন সংরক্ষক, সামাজিক বনবিভাগ, বগুড়া
১১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন
১২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
১৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
১৬) অধিনায়ক, র‍্যাব-৫, রাজশাহী
১৭) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী

১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা
১৯) পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ
২০) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
২১) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
২২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর
২৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
২৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
২৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
২৭) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
২৮) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
২৯) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট
৩০) হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া অঞ্চল
৩১) সিনিয়র প্লানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৩২) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
৩৩) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল
৩৪) মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিমাঞ্চল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৩৫) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল
৩৬) পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী
৩৭) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল
৩৮) উপপরিচালক, মৎস অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৩৯) উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৪০) যুগ্ম পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী
৪১) বিভাগীয় প্রকৌশলী (ফোন্স), বিটিসিএল, রাজশাহী বিভাগ
৪২) পরিচালক, বিএসটিআই, সপুরা, রাজশাহী
৪৩) উপ পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৪৪) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়
৪৫) উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
৪৬) গোপনীয় সহকারী, সার্বিক, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৪৭) ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার, বাংলাদেশ টেলিভিশন
৪৮) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৪৯) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন
৫০) যুগ্ম পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী
৫১) প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনিসেফ, রাজশাহী সার্কেল
৫২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৫৩) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
৫৪) প্রধান প্রকৌশলী, নর্দন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কো: লি:, রাজশাহী
৫৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী
৫৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নাটোর
৫৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নওগাঁ
৫৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা
৬০) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ
৬১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বগুড়া
৬২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জয়পুরহাট
৬৩) যুগ্মপরিচালক (বীজ ও বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৬৪) পরিচাল , ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
৬৫) পরিচালক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), রাজশাহী
৬৬) পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, রাজশাহী
৬৭) উপকেন্দ্র প্রধান, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রাজশাহী
৬৮) কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

৬৯) গোপনীয় সহকারী, রাজস্ব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৭০) গোপনীয় সহকারী, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৭১) সহকারী কমিশনার, হিসাব শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৭২) সহকারী কমিশনার, নেজারত শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৭৩) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, রাজশাহী
৭৪) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, পাবনা
৭৫) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বগুড়া
৭৬) তথ্য অফিসার, তথ্য অফিসারের দপ্তর, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৭৭) পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৭৮) প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
৭৯) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

এ. এন. এম. মঈনুল ইসলাম
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার